বাচ্চাদের বাস্তব কাহিনী ৫

দুধ পানকারী মাদানী মুন্না

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চিরমহান ও চিরমহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	(১৫) গাধার উপর আরোহী মাদানী মুন্না	২৭
(১) দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না কথা বললো!	৪	(১৬) অধিক রাগ সম্পন্ন শিশুর অসাধারণ চিকিৎসা	২৯
(২) মাদানী মুন্নার হাত পুড়ে গেলো	৫		
(৩) কিছু চুল সাদা এবং কিছু কালো	৭	(১৭) অসৎ সঙ্গের প্রভাব	৩১
(৪) প্রিয় নবীর প্রিয় হাত মোবারক	৮	দুধের মাদানী ফুল	৩৪
(৫) ছোট শরীর বিশিষ্ট মাদানী মুন্না	১০	দুধ কুরআন করীমের আলোকে	৩৪
(৬) বোবা শিশু কথা বলতে লাগলো	১১	দুধ সম্পর্কিত প্রিয় আক্বা ﷺ এর দু'টি বাণী	৩৬
(৭) আমার হাত পাত্রে ঘুরাঘুরি করতো	১৩		
(৮) বুদ্ধিমতী মাদানী মুন্নী!	১৫	প্রিয় আক্বা ﷺ দুধ খুব পছন্দ করতেন	৩৭
(৯) মাদানী মুন্না দ্বিগুণ পেলো	১৭	মায়ের দুধের ৪টি মাদানী ফুল	৩৮
(১০) আল্লাহ্‌র যিকির করার অভ্যাস	১৯	বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সময় সীমা	৩৯
(১১) অন্ধ মাদানী মুন্না দেখতে লাগলো!	২১		
		দুধের ৪৭টি মাদানী ফুল	৪১
(১২) পা কেটে গেলো	২৩	খাঁটি দুধ চেনার ৪টি মাদানী ফুল	৫২
(১৩) পাখিকে তীর মারছিলো	২৫	তথ্যসূত্র	৫৪
(১৪) গায়িকা শিশু কন্যা	২৬		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দুধ পানকারী মাদানী মুন্না

(১৫টি বাস্তব কাহিনী)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে **আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী দু’জন বন্ধু যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং হাত মিলায় আর **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পাঠ করে, তখন তারা পরস্পর পৃথক

www.dawateislami.net

হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”

(মুসনাদে আবু ইয়া'লা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না কথা বললো!

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফের একটি ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এক মুন্নাকে **(Infant)** কাপড়ে জড়ায়ে নিয়ে আসলো। যে সেদিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি কে? সে বললো: **“আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।” রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি সত্য বলেছ,

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুক।”

(মা’রিফাতুচ্ছাহাবা, ৪র্থ খন্ড, ৩১৪, ৬৩৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্নাও রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাসূল হওয়ার স্বাক্ষী দিলো। আসুন! আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো মু’জিযা শুনি:

(২) মাদানী মুন্নার হাত পুড়ে গেলো!

আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ বিন হাতিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমার আম্মাজান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا

www.dawateislami.net

আমাকে বলেন: আমি তোমাকে নিয়ে আবিসিনিয়ার দেশ হতে আসছিলাম, পথিমধ্যে মদিনা শরীফ থেকে কিছু দূরে আমি খাবার রান্না করলাম ঐ সময় লাকড়ী শেষ হয়ে গেলো, আমি লাকড়ী আনতে গেলাম তখন তুমি হাঁড়িটি (পাত্র) টান দিয়েছিলে, হাঁড়িটি তোমার হাতের উপর পড়ল এবং তোমার হাত পুড়ে গেলো। আমি তোমাকে নিয়ে **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে হাজির হলাম এবং আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ! এ হলো মুহাম্মদ বিন হাতিব। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার মাথার উপর তাঁর বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তোমার জন্য দোয়া করলেন, অতঃপর তোমার হাতে তাঁর বরকতময়

www.dawateislami.net

থুথু লাগালেন। যখন আমি তোমাকে নিয়ে সেখান থেকে উঠলাম তখনই তোমার হাত পরিপূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৫৪৫৩ সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) কিছু চুল সাদা এবং কিছু কালো

হযরত সাইব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাথার মাঝখানের চুল একেবারে কালো **(Black)** ছিলো কিন্তু অবশিষ্ট মাথার চুল এবং দাঁড়ি সাদা **(White)** ছিলো। জিজ্ঞাসা করা হলো! কি ব্যাপার! আপনার কিছু চুল সাদা এবং কিছু কালো? বললেন: আমি বাল্যকালে ছেলেদের সাথে খেলছিলাম, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমি সালাম আরয

www.dawateislami.net

করলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? আমি আমার নাম বললাম, তখন **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মাথার উপর তাঁর বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে বরকতের দোয়া করলেন আমার মাথার যে সকল জায়গায় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারক লেগেছে, ঐ চুল সাদা **(White)** হয়নি।

(মু'জাম কবীর, ৭ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৬৯৩ সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) প্রিয় নবীর প্রিয় হাত মোবারক

হযরত জাবির বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **দয়াল নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশ

www.dawateislami.net

দিয়ে যখন শিশুরা অতিক্রম করতো, তখন **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের কারো এক গালের **(Cheek)** উপর এবং কারো উভয় গালে উপর তাঁর স্নেহভরা হাত মোবারক বুলিয়ে দিতেন, আমি **তাঁর (হুযুর)** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার একগালের উপর তাঁর প্রিয় হাত মোবারক বুলিয়ে দেন। ঐ গাল যার উপর **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বরকতময় হাত বুলালেন সে গাল ২য় গাল **(Cheek)** অপেক্ষা অধিক সুন্দর **(Beautiful)** হয়ে গেলো।

(কান্‌যুল উম্মাল, ১৩তম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৬৮৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫) ছোট শরীর বিশিষ্ট মাদানী মুন্না

হযরত আব্দুর রহমান বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন ভূমিষ্ট হলেন তখন তাঁর নানাজান হযরত আবু লুবাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে একটা কাপড়ে জড়ায়ে **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে পেশ করলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আজ পর্যন্ত এতছোট শরীর বিশিষ্ট শিশু দেখিনি। **মাদানী আক্বা, উভয় জগতের দাতা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শিশুটিকে গুট্টি (অর্থাৎ প্রথম বার তার মূখে খাবার ইত্যাদি কোন বস্তু দিলেন) মাথার উপর বরকতময় হাত বুলালেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকত

www.dawateislami.net

এভাবে প্রকাশিত হলো যে) হযরত আব্দুর রহমান বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন কোন সম্প্রদায়ের **(Nation)** মাঝে অবস্থান করতেন তখন তাঁকে সবার চেয়ে উঁচু **(Tall)** দেখা যেতো। (আল্ ইসাবাতু, ৫ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, নং ৬২২৭)

(৬) বোবা শিশু কথা বলতে লাগলো

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এক মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে জুন্দুব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: এক মহিলা তার বোবা **(Dumb)** ছেলে কে নিয়ে **নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার ছেলের কোন সমস্যা আছে যার কারণে সে কথা বলতে পারছে না। এটা শুনে **দয়ালু আক্বা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: (একটি পাত্রে) অল্প পানি নাও। পানি নেওয়া হলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (এতে) উভয় হাত ধৌত করলেন আর মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং ইরশাদ করলেন: যাও আর এই পানি তোমার শিশুকে পান করাও এবং কিছু পানি তার উপর ছিটিয়ে দাও আর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তার জন্য সুস্থতা চাও।" অতঃপর পরের বছরে যখন আমি ২য় বার সেই মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন: এখন আমার ছেলে পরিপূর্ণ সুস্থ **(Healthy)** এবং অনেক বুদ্ধিমান **(Wise)** হয়ে গেছে।

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৫৩২ সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীরা! ৬টি মু'জিযা শুনার পর এখন আসুন! আরও ঘটনা শুনি:

(৭) আমার হাত পাত্রে ঘুরাঘুরি করতো

হযরত ওমর বিন আবি সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি বাল্যকালে **রাসূলে আক্রাম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লালন-পালনে ছিলাম। (খাবারের সময়) আমার হাত পাত্রে ঘুরাঘুরি করতো (অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে খাবার খেতাম।) **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে বৎস! بِسْمِ اللّٰہِ পড়ো, ডান হাতে নিজের সামনে থেকে খাও। " এর পর থেকে আমি সেভাবে (অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কথা মতো) খেয়ে থাকি।

(বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৩৭৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীরা! সর্বদা بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে ডান হাতে নিজের সামনে থেকে খাবার গ্রহণ করুন। অবশ্য! যদি থালাতে **(Platter)** পৃথক পৃথক বস্তু থাকে, তাহলে এদিক সেদিক হতে খেতে পারবেন। যখন পানি পান করবেন, তখন বসে, আলোতে দেখে, بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে, ডান হাতে, চুষে চুষে তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। অসংখ্য সুন্নাত ও আদব শিখতে এবং এর উপর আমলের উৎসাহ পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসুন এবং "মাদানী চ্যানেল" দেখতে থাকুন।[১]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] খাবারের সুন্নাত এবং আদব জানতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড)" এর "খাবারের আদব" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

(৮) বুদ্ধিমতী মাদানী মুন্নী!

আল্লাহ্ তাআলার একজন অত্যন্ত প্রিয় বান্দা হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ছোট কন্যার হাতের তালুতে ব্যথা ছিলো, যখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কন্যা! তোমার হাতের তালুর ব্যথা এখন কেমন? (বুদ্ধিমতী মাদানী মুন্নী) উত্তর দিলো: আব্বাজান! ভালো, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সামান্য কষ্টে ফেললেও তবুও তিনি আমাকে তার চেয়ে ও অধিক আরাম (শান্তি) দিয়েছেন, সেটা এভাবে যে, শুধু আমার হাতের তালুতে ব্যথা ছিলো কিন্তু অবশিষ্ট শরীর (চোখ, কান, নাক, ঠোঁট এবং পা ইত্যাদি) তে কোন কষ্ট হয়নি, এর জন্য (আমি) **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এমন পছন্দনীয় উত্তর

www.dawateislami.net

(Reply) শুনে তিনি বললেন: কন্যা! আমাকে তোমার হাতের তালু দেখাও”! যখন সে হাতের তালু দেখালো, তখন তিনি পরম ভালবাসায় তার হাতে চুমু দিলেন।

(হায়াতুল হায়ওয়ান লিদ্‌দামিরী, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা সংকলিত)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! এ “বাস্তব ঘটনা” থেকে আমরা এ শিক্ষা পেলাম, আমাদের নিকট যখনই কোন বিপদ আসে তখন “হা হুতাশ” করার পরিবর্তে ধৈয্য ধারণ করা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিৎ। কেননা, তিনি আমাদেরকে বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ- কারো মাথা ব্যথা হলো, তাহলে সে এর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** শুকরিয়া আদায় করবে যে, তার জ্বর **(Fever)** হয়নি। বিনা প্রয়োজনে কাউকে নিজের কষ্টের কথা

www.dawateislami.net

বলাও উচিৎ নয়। যাতে আমাদের ধৈয্যের সাওয়াব অর্জন হয়। অবশ্য দোয়া করানোর জন্য কোন নেককার বান্দা অথবা চিকিৎসার জন্য আম্মু বা আব্বু বা ডাক্তার ইত্যাদিকে বললে অসুবিধা নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ধৈয্য ও শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা হিসেবে কবুল করুক। আমীন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) মাদানী মুন্না দ্বিগুন পেলো

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বর্ণনা; **সুলতানে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাদিয়া স্বরূপ এক পাত্র

www.dawateislami.net

(থালা) হালুয়া পেশ করা হলো। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের সবাইকে অল্প অল্প হালুয়া দিলেন, যখন আমার পালা আসলো, তখন আমাকে একবার দেওয়ার পর ইরশাদ করলেন: তোমাকে কি আরো দিবো? আমি বললাম: জ্বী, হ্যাঁ। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে আমাকে আরো অতিরিক্ত (বেশি) দিলেন, এর পর যে লোকেরা অবশিষ্ট রইল তাদেরকে তাদের অংশ দেয়া হলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫ সংকলিত)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিশুদের প্রতি বড়ই স্নেহ প্রদর্শণ করতেন তাইতো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে অন্যদের থেকে বেশি দিলেন

www.dawateislami.net

কেননা তিনি (ছোট্ট) শিশু ছিলেন। কিন্তু এ কথা স্বরণ রাখা উচিৎ যে, যখন কোন কিছু বন্টন করা হয় তখন আপনি কারো নিকট দ্বিগুণ চাইবেন না, অবশ্যই! যদি বন্টনকারী নিজেই আপনাকে বেশি দিয়ে দেন তাহলে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) আল্লাহ্‌র যিকির করার অভ্যাস

হযরত দাউদ বিন আবু হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন বাজারে **(Market)** আসা যাওয়া করতেন তখন নিজের জন্য এভাবেই নির্ধারণ করে নিতেন যে, অমুক জায়গা পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করতে থাকব, যখন সে জায়গায় **(Place)** পৌছেঁ যেতেন তখন নিজের উপর

www.dawateislami.net

আবশ্যক করে নিতেন যে, অমুক জায়গায় পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করবো, আর এভাবে যিকির করতে করতে তিনি ঘরে পৌছেঁ যেতেন।

(হিল্য়াতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা সংকলিত)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! মুখে **আল্লাহ্ আল্লাহ্** বলা, তিলাওয়াত করা, না'ত শরীফ পড়া এবং দোয়া করা ইত্যাদি সব **আল্লাহ্**র যিকির। এভাবে মনে মনে **আল্লাহ্ তাআলার** দেওয়া নেয়ামতের **(Blessings)** স্বরণ করা, নামাযে দাঁড়ানো, রুকু এবং সিজদা করাও **আল্লাহ্ তাআলার** যিকিরের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

www.dawateislami.net

(১১) অন্ধ মাদানী মুন্না দেখতে লাগলো!

হাদীস সমূহের প্রসিদ্ধ কিতাব “বুখারী শরীফ” এর সম্মানিত লিখক হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাল্যকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ডাক্তারদের থেকে চিকিৎসা করা হলো কিন্তু তার চোখের আলো ফিরে আসেনি। তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا মুস্তাযাবুদ্দা’ওয়াত (অথাৎ যার দোয়া কবুল হয়ে থাকে এমন মহিলা) ছিলেন, এক রাতে তিনি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** তোমার দোয়া কবুল করেছেন, তোমার ছেলের চোখ ভাল করে দিয়েছেন।” সকালে যখন ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘুম

www.dawateislami.net

হতে জাগ্রত হলেন তখন তার চোখ (সম্পূর্ণ) ভাল হয়ে গেলো এবং দেখতে লাগলেন।

(মিরকাত ১ম খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা। আশ্ আতুল লুম'আত, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনার দেখলেনতো! মায়ের দোয়ায় কতইনা প্রভাব রয়েছে। সর্বদা নিজের মা বাবাকে সন্তুষ্ট রাখুন, তাঁদের কথা মেনে চলুন, আম্মাজান অথবা আব্বাজান আসলে তখন আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যান, তাঁদের সামনে দৃষ্টি নত রাখুন, তাঁদের হাতে-পায়ে চুম্বন করুন। যে আপন মা বাবার কথা মেনে চলে না এবং তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে এর শাস্তি তারা দুনিয়াতে ও পেয়ে যায় যেমন:-

www.dawateislami.net

(১২) পা কেটে গেলো

যেমন- যামাখ্শরী[১] (নামক এক ব্যক্তির) এক পা কাটা ছিলো, লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: এটা আমার মায়ের অভিশাপের ফল। এভাবেই হলো যে, আমি বাল্য কালে একটা চড়ুই পাখি ধরলাম এবং সেটার পায়ে সুতা বেঁধে দিয়েছিলাম, হঠাৎ করে সেটা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে একটি দেয়ালের ছিদ্রে ঢুকে গেলো, কিন্তু সুতা বাইরে লট্কানো ছিলো, আমি সুতা ধরে নির্দয় ভাবে টান দিলাম তখন চড়ুই পাখি পাখা ঝাড়া দিয়ে বের হয়ে গেলো, কিন্তু অসহায় পাখির পা সুতা দ্বারা কেটে গেলো, আমার মা এটা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মূখ থেকে আমার জন্য

---

[১] তিনি মু'তাযালী সম্প্রদায়ের এক জন আলিম ছিলো।

www.dawateislami.net

অভিশাপ বের হয়ে গেলো: “যেভাবে তুমি এ বোবা প্রাণীর পা কেটে দিয়েছ, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার পা কেটে দিক। ” কথাটা বাস্তব হলো, কিছু দিন পর আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য বুখারা শহরে সফর করলাম, পথে বাহন থেকে পড়ে গেলাম পায়ে খুব আঘাত লাগল, “বুখারা” পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু ব্যথা গেলো না এবং পা কাটতে হলো। (এবং এভাবেই মায়ের অভিশাপ পূর্ণ হলো) (হায়াতুল হায়ওয়ান, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! এই “বাস্তব কাহিনী” দ্বারা আমরা এটাই জানতে পারলাম, মানুষ তো মানুষই আমাদের কোন প্রাণী কেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিছু শিশু মুরগীর বাচ্চা, বিড়াল এবং ছাগলের বাচ্চা ইত্যাদিকে আঘাত করে থাকে, উঠিয়ে

www.dawateislami.net

জমিতে নিক্ষেপ করে থাকে, তাদের কখনোই এমন কাজ করা উচিত নয়।

(১৩) পাখিকে তীর মারছিলো

হযরত আব্দুলাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কুরাইশের কিছু যুবকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা একটা পাখি **(Bird)** কে বেধেঁ তার উপর (তীর দ্বারা) নিশানা বাজী করছিল। যখন তারা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে আসতে দেখলো, তখন তারা এদিক সেদিক পালিয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কে করেছে? এমন যে করেছে, তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা** অভিশাপ, নিশ্চয়ই **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন প্রাণিকে তীরান্দাজের নিশানা নির্ধারণকারীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন"।

(মুসলিম, ১০৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৫৮)

www.dawateislami.net

(১৪) গায়িকা শিশু কন্যা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا একটি ছোট মেয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে গান করছিলো। তিনি বললেন: "যদি শয়তান কাউকে ছাড়তো, তাহলে অবশ্যই তাকে ছেড়ে দিতো। (শুয়াবুল, ঈমান ৪র্থ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫১০২) উদ্দেশ্য হলো; যদি শয়তান কাউকে ছাড়তো তাহলে কমপক্ষে এই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে ছেড়ে দিতো। এইজন্য ছোটদেরকেও শয়তানের কাছ থেকে সাবধান রাখা উচিৎ।

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! গান বাজনা শুনা এবং গান গাওয়া শয়তানী কাজ, আপনারা কখনো এই শয়তানী কাজ করবেন না। **আল্লাহ্**র দয়ায় কুরআন তিলাওয়াত শুনুন, নাত শরীফ এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনুন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনি অনেক সাওয়াব পাবেন।

www.dawateislami.net

(১৫) গাধার উপর আরোহী মাদানী মুন্না

(আগেকার যুগে মোটর সাইকেল এবং মোটর গাড়ী ছিলো না তাই) এক ব্যক্তি গাধার **(Donkey)** উপর আরোহন করে নিজের অসুস্থ বন্ধুর সেবা-শুশ্রূষা জন্য তার ঘরে গেলো, এবং তার গাধাকে দরজায় নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা না করে ছেড়ে দিলো। যখন সে ফিরে আসল তখন দেখল যে, গাধার উপর এক শিশু বসে তার হিফাজত করছে, সে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি আমার অনুমতি ছাড়া কিভাবে এর উপর আরোহন করলে? শিশুটি বললো: আমার ভয় ছিলো যে, এটা কোথাও যেন পালিয়ে না যায় তাই আমি এর উপর আরোহণ করেছি। সে বললো: আমার নিকট এটা পালিয়ে যাওয়া এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে উত্তম

www.dawateislami.net

ছিলো। এটা শুনে শিশুটি উত্তর দিলো, যদি এমন কথা হয়, তাহলে এই গাধাটি আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিন এবং মনে করুন যে, গাধা পালিয়ে গেছে, আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। ঐ ব্যক্তি বললো: আমি এ শিশুর কথা শুনে নিরুত্তর হয়ে গেলাম।

(কিতাবুল আযকিয়া লি ইবনে যাওযী, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! নিজের জিনিস খেল্না, জুতো ইত্যাদি এদিক সেদিক না রেখে তা নির্দিষ্ট **(Fix)** স্থানে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অন্যথায় হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ পযন্ত ১৫টি ঘটনা বাস্তব ছিলো। এখন ২টি শিক্ষনীয় কাল্পনিক কাহিনী পেশ করা হচ্ছে। শুনুন:

www.dawateislami.net

(১৬) অধিক রাগ সম্পন্ন শিশুর অসাধারণ চিকিৎসা

এক শিশুর অনেক রাগ ছিলো, সে কথায় কথায় রাগান্বিত হয়ে অপরকে ভাল মন্দ বলত এবং ঝগড়া করত, তার পিতা-মাতা অনেক চেষ্টা করেছেন যে, কিভাবে সে তার রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে যায়, কিন্তু সে অপারগ থাকে। একদা তার আব্বু একটা কৌশল বের করলেন, তিনি শিশুটিকে অনেক পেরেক দিলেন এবং ঘরের পিছনের অংশের দেওয়ালের **(Wall)** দিকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন: বৎস! তুমি যখন কারো উপর রাগান্বিত হবে অথবা ঝগড়া করবে তখন এই দেয়ালে একটা পেরেক গেঁথে দিবে, প্রথম দিন সে ৩৭বার রাগ ও ঝগড়া করলো, তাই প্রথম দিন ৩৭টি পেরেক গেঁথে দিলো। কিছু দিনের মধ্যে সে ক্লান্ত হয়ে

www.dawateislami.net

গেলো এবং বুঝতে পারল যে, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কিন্তু দেয়ালে পেরেক গাঁথা অনেক কঠিন কাজ। সে আব্বুকে নিজের পেরেশানির কথা বললো, তখন তিনি বললেন: এখন থেকে যখনই তোমার রাগ আসে এবং তুমি এর উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, তাহলে দেয়াল থেকে একটা পেরেক বের করে নাও। ছেলেটি সে ভাবেই করলো এবং খুব তাড়াতাড়ি দেয়ালে লাগানো পেরেক যার সংখ্যা ১০০টি হয়ে ছিলো সেগুলো বের করতে সফল হলো। এখন আব্বু তার হাত ধরলেন এবং দেয়ালের পাশে নিয়ে গিয়ে বললেন: বৎস! তুমি তোমার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছো অনেক ভাল, কিন্তু এই দেয়ালকে একটু দেখো! এটাআগের মতো রইলো না, এতে ছিদ্র হয়ে কতইনা খারাপ দেখাচ্ছে। যখন তুমি রাগান্বিত হয়ে চিৎকার চেচামেছি করতে এবং

www.dawateislami.net

উল্টা-সিদা কথা বলতে, তখন সেটা অপরের অন্তরে ছুরি ঢুকার মতো হতো, তার পর তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, তারপরও এর দ্বারা অন্তরের আঘাত তাড়াতাড়ি ঠিক হয় না। কেননা, মুখের আঘাত ছুরির আঘাতের চেয়ে ও অনেক গভীর হয়ে থাকে। এটা শুনে ছেলেটি অপরের অন্তরে আঘাত দেওয়া থেকে তাওবা করলো এবং ক্ষমাও চাইল। (রাগের অভ্যাস দূর করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "রাগের চিকিৎসা" পাঠ করুন)

(১৭) অসৎ সঙ্গের প্রভাব

সৎ পরিবারের এক মাদানী মুন্না খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে **(Company)** উঠা বসা করতে লাগল। তার আব্বু এই ব্যাপারে জানতে পারলেন। তখন তিনি তাকে

www.dawateislami.net

বুঝালেন যে, অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শ তোমাকে যেন অসৎ বানিয়ে না দেয়। সে এটা বলে ফিরিয়ে **(Avaid)** দিলো যে, আব্বু! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি তাদের মতো হব না। সম্মানিত পিতা তার ছেলেকে প্র্যাকটিকেল ভাবে বুঝানোর ইচ্ছা করলেন এবং একদিন ঘরে অনেক আলুবুখারা **(Prunes)** নিয়ে আসলেন, সেখান থেকে কিছু আলুবুখারা ঘরের সদস্যরা খেয়ে নিলেন, যখন অবশিষ্ট আলুবুখারা রাখতে লাগলো তখন ছেলে বললো: আব্বু! এতে একটা পচাঁ **(Ratten)** আলুবুখারা ও রয়েছে, সেটা ফেলে দিন, পিতা মহোদয় বললেন, এখন থাক, কাল দেখা যাবে। পরের দিন যখন পিতা ছেলে আলুবুখারা দেখলেন তখন পচাঁ আলুবুখারার পাশেরগুলোও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন পিতা

www.dawateislami.net

মহোদয় ছেলেকে বুঝালেনঃ দেখেছো পুত্র! সংস্পর্শের কতইনা প্রভাব হয়ে থাকে! একটা পচাঁ আলুবুখারার সংস্পর্শে অন্য ভাল আলুবুখারাও নষ্ট হয়ে গেলো! মাদানী মুন্নার বুঝে আসলো এবং সে অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শে বসা থেকে তাওবা করলো।

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনি ও খারাপ বন্ধু থেকে বেচেঁ থাকুন এবং এমন বন্ধুদের সাথে কখনো উঠা বসা করবেন না যারা নামায ছেড়ে দেয়, ফিল্ম দেখে, গান শুনে, বড়দের সাথে বেয়াদবী করে, অন্যদের কষ্ট দেয়, এবং গালী দেয়। বরং যারা নামাযের অনুসারী, সুন্নাতের উপর আমলকারী, বড়দেরকে সম্মানকারী এবং নেকীর কথা বলে এমন ব্যক্তিদের

www.dawateislami.net

সাথে বসুন, নেককারদের সংস্পর্শ আপনাকে আরো অধিক নেককার বানিয়ে দিবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুধের মাদানী ফুল

দুধ কুরআন করীমের আলোকে

পারা ১৪ সূরা নাহ্‌ল আয়াত নং ৬৬ তে উল্লেখ আছে:

وَ اِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِیْكُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَیْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآىٕغًا لِّلشّٰرِبِیْنَ ﴿۶۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুস্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে (গভীর) দৃষ্টি

www.dawateislami.net

কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে চিন্তা ও গবেষণার বিষয় রয়েছে (সেটা এই) আমি তোমাদেরকে সেগুলোর পেট হতে গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ (বের করে) পান করাই, যা পানকারীদের গলা দিয়ে সহজে নেমে যায়।

অর্জিত হবার ক্ষেত্র রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই ঐ বস্তু থেকে যা সেগুলোর উদরের মধ্যে রয়েছে। গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ, গলা দিয়ে সহজে নেমে যায় পানকারীদের জন্য।

www.dawateislami.net

দুধ সম্পর্কিত প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী:

(১) "গাভীর দুধ ব্যবহার করো (অর্থাৎ পান করো)। কেননা, গাভী প্রত্যেক গাছপালা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং এতে প্রত্যেক প্রকার রোগের শিফা রয়েছে।" (মুসনাদে ইমাম আযম, ২০৭ পৃষ্ঠা। আল মুস্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২৭৪)

(২) "যখন কোন ব্যক্তি দুধ পান করবে তখন বলবে (অথাৎ এই দোয়া পড়বে) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (অর্থ:- **হে আল্লাহ্!** আমাদের জন্য এতে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে আরো বেশি দান করো) কেননা দুধ ছাড়া এমন কোন জিনিস নেই যেটা খাবার ও পানীয় উভয়টার জন্য যথেষ্ট।"

www.dawateislami.net

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং:- ৫৯৫৭) অর্থাৎ শুধু দুধের মধ্যে ঐ নিয়ামত যা ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়টাকে দুরীভূত করে, অতএব, এটা খাদ্যও এবং পানীয় ও। (মিরআতুল মানাযীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধ খুব পছন্দ করতেন

রাসূলে আক্‌রাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পানীয় বস্তুর মধ্যে দুধ খুব পছন্দনীয় ছিলো। (আখলাকুন্নবী, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬১৪) যেমনিভাবে, "বুখারী শরীফে" বর্ণিত রয়েছে: **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হাদিয়া **(Gift)** হিসেবে দুধ পাঠানো হলো, যেগুলো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসহাবে

www.dawateislami.net

সুফফা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কেও পান করালেন এবং নিজেও পান করলেন। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৪৫২ সংকলিত)

মায়ের দুধের ৪টি মাদানী ফুল

(১) মানবীয় দুধ রোগ জীবানু থেকে মুক্ত এবং বাচ্চাদের জন্য অনেক বড় নিয়ামত, এর শৈশবে আগত অধিকাংশ রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষমতা রয়েছে।

(২) মায়ের দুধ পানকারী শিশুর এর্লাজীর **(Allergy)** সম্ভাবনা কম হয় এবং ডায়রিয়া **(Diarrhoea)** ও কম হয় আর যদিও হয়, তবু বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে যে সকল মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা মায়ের দুধ পান করে না তারা মায়ের দুধ পানকারীদের চেয়ে এর্লাজীর সম্ভাবনা সাতগুণ

www.dawateislami.net

এবং ডারিয়ার সম্ভাবনা পনের গুন বেশি হয়ে থাকে।

(৩) মায়ের দুধ পানকারী শিশুর দাঁত পড়া, কালো হওয়া, বুকের ব্যথা, হাঁপানি, পাকস্থলীর সমস্যা, এমনকি গলা, নাক এবং কানের অনেক রোগ থেকে স্বাভাবিক ভাবে নিরাপদ থাকে।

(৪) যদি কোন কারণে মা দুধ পান করাতে না পারেন, তবে কৌটার দুধের পরিবর্তে কোন পরহেজগার মহিলার দুধ পান করানো যেতে পারে। এর দ্বারাও اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উপকার লাভ হবে।

বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সময় সীমা

বাচ্চাকে (হিজরী সনের হিসাব অনুসারে) দু'বছর (বয়স) পর্যন্ত (মহিলার) দুধ পান করানো

www.dawateislami.net

যাবে। এর চেয়ে বেশির অনুমতি নেই, দুধ পানকারী ছেলে হোক অথবা মেয়ে। আর এ কথাটি কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে যে, মেয়েকে দু'বছর এবং ছেলেকে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করাতে পারবে, এটা সঠিক নয়। এই হুকুম দুধ পান করানোর। যখন বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য (হিজরী সনের হিসাব অনুসারে) আড়াই বছরের সময় অর্থাৎ দু'বছর বয়সের পর যদিও দুধ পান করা হারাম। কিন্তু আড়াই বছর বয়সের ভিতর দুধ পান করিয়ে দেয়, বিবাহ হারাম অর্থাৎ বিবাহ হারাম হওয়াটা সাব্যস্ত হবে। (কেননা দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে) আর যদি এর পর পান করে, তাহলে বিবাহ হারাম হবে না যদিও পান করানো বৈধ নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দুধের ৪৭টি মাদানী ফুল

(১) **আল্লাহ্ তাআলার** এক মহান নেয়ামত দুধ। **আল্লাহ্ তাআলা** এর মধ্যে খাদ্য উপাদানের **(Nutrition)** পাশাপাশি অনেক রোগের চিকিৎসাও রেখেছেন।

(২) এক ডাক্তারী গবেষণা মোতাবেক দুধ পানকারীদের বয়স বেশি হয়ে থাকে।

(৩) দুধ ক্যালসিয়াম **(Calcium)** দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এটি হাঁড়ের রোগ, নাড়িভুঁড়ির ক্যান্সার এবং হ্যাপাটাইটিস কে প্রতিহত করতে সাহায্য করে

(৪) অল্প বয়সে মূখ ইত্যাদিতে দাগ পড়লে প্রতিদিন রাতে হালকা গরম **(Lukewarm)** দুধ পান করুন।

www.dawateislami.net

(৫) মুখের মেছ্তা, দাগ এবং যৌবনকালের ব্রণের চিকিৎসা হলো, ঘুমানোর পূর্বে নিজের মুখে অথবা আক্রান্ত অংশে সহ্য করতে পারে মত গরম দুধ দ্বারা মালিশ **(Massage)** করুন এবং ঐ দুধ দ্বারা মুখ ধৌত করুন, অতঃপর আধা ঘন্টা পর পানি দিয়ে মুখ ধূইয়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(৬) তাজা দুধের ফেনা **(Froth)** মালিশ করলেও মুখের দাগ ইত্যাদি দূরীভূত হয়।

(৭) ফুটন্ত তাজা দুধ ঠান্ডা করার পর সেটার মালাই এর আবরণ মূখে লাগালে ও মূখের দাগ দূরীভূত হয়।

(৮) মালায়ে অল্প জাফরাণের গুড়া মিশিয়ে ঠোঁটে মালিশ করুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঠোঁটের রং ফর্সা হবে।

www.dawateislami.net

(৯) দুধে পানি মিশিয়ে শুকনো চুলকানীগ্রস্থ অঙ্গে লাগান, অল্প কিছুক্ষণ পর ধুয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(১০) গাভী অথবা মহিষের দোহন করা তাজা দুধ গরম করা ব্যতিত তাড়াতাড়ি এতে মিছরী বা মধু এবং ঐ পানি যেখানে কিসমিসকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়েছে, মিশিয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত পান করলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। এমনকি এটা টি.বি, **(Hysterise)**, অস্বাভাবিক হৃদকম্পন এবং শারীরিক দুর্বলতা ও দুর্বল শিশুদের জন্যও উপকারী।

(১১) এক পোয়া শিরার ৫০ গ্রাম ইরানী বাদাম কেটে মিশিয়ে রেখে দিন এবং প্রতিদিন সকালে দুধের

www.dawateislami.net

সাথে দু'চামচ করে সেবন করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(১২) দুধের সাথে ৫টি মুনাক্কা (এক ধরণের বড় কিসমিস), ৬ গ্রাম মিছরী এবং ৬ গ্রাম গুড় মিশিয়ে খেলে দাঁত পরিস্কার হয়, নতুন রক্ত তৈরী হয় এবং ওজন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠ কাঠিন্যে ও উপকার রয়েছে। এমনকি যার দূর্বলতার কারণে মাথা ঘুরায় তার জন্যও এটা উত্তম চিকিৎসা।

(১৩) একটি আম, রাতে ঘুমানোর সময় এবং একটি আম, সকালে খালি পেটে চুষে, দুধ পান করার দ্বারা অলসতা দূর হয় এবং শরীরে উদ্যমতা আসে এমনকি শারীরিক দূর্বলতার জন্যও উপকারী।

www.dawateislami.net

(১৪) দুধের সাথে আরারুট **(Arrowroot)** রান্না করে পান করলে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় প্রস্রাব আটকে যাওয়ার রোগ থেকে সুস্থতা এবং শরীরে শক্তি আসবে।

(১৫) যদি প্রস্রাবের জালা-যন্ত্রনা হয় তাহলে মিষ্টি জিরা এবং মিছরীর গুড়া মিশিয়ে রান্না করে কুসুম গরম দুধের সাথে পরিমান মতো ছোট এলাচির দানা খাওয়ার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।

(১৬) প্রস্রাবে জালা-যন্ত্রণা হলে তাজা দুধের সাথে পানি মিশিয়ে পান করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জালা-যন্ত্রণা দূর হবে। গরম প্রভাব সৃষ্টিকারী খাবার খাবেন না।

(১৭) যদি প্রস্রাবে রক্ত আসে তাহলে পরিমান মত ১০ গ্রাম নতুন গুড় এবং মিছরী দুধের মধ্যে মিশিয়ে

www.dawateislami.net

পান করলে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় আরোগ্য হবে এবং মুত্রথলীর উষ্ণতা, জ্বালা যন্ত্রণা এবং ইন্‌ফেকসনের জন্যও উপকারী।

(১৮) মুত্রথলীর রোগের আরোগ্যের জন্য দুধের মধ্যে গুড় মিশিয়ে পান করুন।

(১৯) চোখের জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা বা কোন আঘাত হলে তাহলে দুধের মধ্যে তুলা ভিজিয়ে চোখে রাখুন।

(২০) যদি চোখ আলো দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে চোখে খাঁটি দুধের এক ফোঁটা করে দিবেন।

(২১) চোখে কোন ময়লা ইত্যাদি পড়লে আক্রান্ত চোখে তিন ফোঁটা দুধ দিবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চোখ থেকে ময়লা বের হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(২২) অর্শ্বরোগ (পাইলস) হলে তাজা দুধ দ্বারা পায়ের তালুতে মালিশ **(Massage)** করুণ, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

(২৩) এক কাপ দুধের সাথে আধা চামচ দারুচিনির পাউডার সকাল ও সন্ধা ব্যবহার করা অশ্বরোগের (পাইলসের) জন্য উপকারী।

(২৪) ডায়রিয়া **(Diarrhoea)** হলে শিশুকে গরম দুধের মধ্যে চিমটি পরিমান দারুচিনির পাউডার মিশিয়ে দিন এবং বড়দের জন্য দারুচিনির পরিমান দিগুণ করুন।

(২৫) দুধ পাকস্থলরি উষ্ণতা **(Acidity)** দূর করে।

(২৬) বুকে জ্বালা-যন্ত্রণা হলে দিনে তিনবার ঠান্ডা দুধ পান করুন।

www.dawateislami.net

(২৭) সকালে খালি পেটে (নাস্তা খাওয়ার আগে) টমেটো খেয়ে তার পর দুধ পান করলে রক্ত পরিস্কার হয় এবং তাজা রক্ত তৈরী হয়।

(২৮) উপকারী দুধ হলো সেটাই, যেটা তাজা ও পরিস্কার হয় এবং ভালো খাবার গ্রহণকারী মোটাতাজা পশু থেকে সংগৃহীত।

(২৯) দুধে চিনি মিশালে এর ক্যালসিয়াম **(Calcium)** নষ্ট হয়ে যায়।

(৩০) চিনি দিয়ে মিষ্টি করা দুধ পান করলে কফ তৈরী হয়, পেটে সমস্যা হয় এবং গ্যাস তৈরী হয়।

(৩১) ৫০০ মি:লি: দুধের মধ্যে ২৫০ গ্রাম গাজরের ছোট ছোট টুকরা দিয়ে সিদ্ধ করে, এতটুকু ঠান্ডা করে নিন, যাতে পান করা যায়। (গাজরের টুকরা

www.dawateislami.net

গুলোও সাথে খেয়ে নিন) এ রকম দুধ তাড়াতাড়ী হজম হয়, পেট পরিষ্কার করে এবং শরীরে খুব আয়রণ **(Iron)** তৈরী করে এমনকি শারীরিক দূর্বলতা এবং পাকস্থলীর উষ্ণতার জন্য ও অনেক উপকারী।

(৩২) বাদাম পাতলা করে কেটে দুধের সাথে মিশিয়ে দূর্বল শিশুদেরকে পান করালে উপকার হয়।

(৩৩) গরম দুধ পান করলে হেঁচকী **(Hiccup)** দূর হয়।

(৩৪) আয়ুর্বেদিক (ভারতীয় চিকিৎসা মোতাবেক) অনুসারে মধু, গ্লুকোজ, আখ অথবা ফলের রস বা বীজ ছাড়া কিসমিস বা মিছরী বা ভূরী শকর (ব্রাউন সুগার) দ্বারা কাশির জন্য উপকারী।

www.dawateislami.net

(৩৫) দুধ দোহন করার পর পরই পান করা বেশি উপকারী। যদি এটা সম্ভব না হয় তবে হাল্কা গরম দুধ পান করা যায়। বেশি সময় পর্যন্ত সিদ্ধ করলে দুধের খাদ্য উপাদান চলে যায়।

(৩৬) যাদের দুধ হজম হয় না, গ্যাস তৈরী হয় এবং পেট ফুলে তারা দুধের সাথে মধু মিশিয়ে ব্যবহার করুন, মধু মিশ্রিত দুধ তাড়াতাড়ী হজম হয় এবং এতে পেটে গ্যাস হয় না।

(৩৭) দুধের মধ্যে কয়েক টুকরা আদা বা আদার পাউডার এবং অল্প কিসমিস মিশিয়ে সিদ্ব করে পান করলে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ গ্যাস হবে না।

(৩৮) হাঁপানি **(Asthma)** রোগী এবং কফ **(People Having Phlegm)** রোগীদের উচিৎ যে, দুধের

www.dawateislami.net

মধ্যে এলাচি বা শুকনো খেজুর **(Drydates)** বা মধু মিশিয়ে পান করা।

(৩৯) মহিষের **(Buffalo)** দুধ ভারী হয়, সাধারণত মহিষের দুধ দিয়ে মাখন এবং ঘি তৈরী হয়, এটা কফ তৈরী করে কোলেসট্রোল **(Chalesteral)** বাড়ায় এবং মোটা হয়ে যায়, অবশ্য যে হজম করতে পারবে তার জন্য মহিষের দুধ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হিসেবে ধরে নেওয়া হবে।

(৪০) গাভীর দুধ মহিষের দুধ অপেক্ষা পাতলা **(Light)** হয়, এটি তাড়াতাড়ী হজম হয়ে যায়।

(৪১) গাভীর দুধ ক্যান্সার **(Cencer)** থেকেও বাঁচায়।

(৪২) ছাগলের দুধ সর্বাধিক উত্তম। এতে শরীরের শক্তি যোগায়, হজম শক্তি ঠিক রাখে, এবং ক্ষুধা বাড়ায়।

www.dawateislami.net

(৪৩) ভেড়ার **(Sheep)** দুধ স্বাভাবিক ভাবে গরম হয়। এটি কোষ্ঠ কাঠিন্য বাড়ায় এবং গ্যাস তৈরী করে, এর স্বাদ **(Taste)** লবণাক্ত হয়। চুল লম্বা করে, মোটা কম হয় কিন্তু চোখের ক্ষতি করে, কোন কোন সময় এর দ্বারা ব্রণ হয়। শিশুদেরকে এ দুধ দেওয়া উচিত নয়।

খাঁটি দুধ চেনার ৪টি মাদানী ফুল

(৪৪) এটা সম্ভব যে, খাঁটি দুধ কিন্তু গাঢ় **(Thick)** নয়।

(৪৫) ড্রাপর ইত্যাদি দ্বারা দুধের একটি ফোঁটা মার্বেল ইত্যাদি স্তম্ভ বা এমন সমান **(Plain)** দেয়ালের উপর থেকে নিচের দিকে ফেলুন যদি দুধ খাঁটি হয় তবে দুধের ফোঁটা তাড়াতাড়ি পড়বে না।

(৪৬) খাঁটি দুধের মালাই মোটা হয়।

www.dawateislami.net

(৪৭) দুধের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করুন যদি আঙ্গুলে দুধ লেগে থাকে তাহলে সেটা খাঁটি দুধ আর যদি না থাকে তাহলে পানি মিশানো আছে। দুধ চেনার ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ তারা বেশিরভাগ দুধকে হাতে নিয়ে এর গাড় এবং পাতলা দেখে সেটা খাঁটি হওয়া বা না হওয়া বলে দেয়। (দুধের বাজারে ব্যাপকভাবে এই নিয়ম চালু রয়েছে)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

জুমাদাল উলা, ১৪৩৭ হিঃ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজীদ		কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত	মিরকাত	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম বৈরুত	আশআতুল লুমআত	কোয়েটা
ইব্নে মাজাহ	দারুল মারিফা, বৈরুত	মীরআতুল মানজীহ	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মুসনাদে ইমাম আযম	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর	আখ্লাকুন্নবী	দারুল কিতাবুল আরবী, বৈরুত
মুজামে কবির	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	মা'রিফাতুচ্ছাহাবা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদে আবু ইয়া'লা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল ইসাবাতু ফি তাময়ী জিচ্ছা হাবা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	কিতাবুল আযকিয়া	মুয়াচ্ছাছাতুররিয়ান, বৈরুত
মুসতাদরাক	দারুল মারিফা, বৈরুত	হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত		

www.dawateislami.net

বাচ্চা জন্মলাভ উপলক্ষ্যে মোবারকবাদ দেওয়ার পদ্ধতি

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী: বাচ্চা জন্মলাভের উপর এভাবে মোবারকবাদ দাও:

جَعَلَهُ اللهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

(অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে তোমার জন্য এবং উম্মতে মুহাম্মদীর (ﷺ) জন্য বরকতময় করুক)।

মাদানী ফুল: মেয়ে হলে جَعَلَهُ এর স্থলে جَعَلَهَا এবং مُبَارَكًا এর স্থলে مُبَارَكَةً বলুন। মনে রাখবেন! অবিকল এসব শব্দাবলী বলা জরুরী নয়। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য শব্দাবলীও বলতে পারবেন। যাকে মোবারকবাদ দেয়া হয়, সে এ শব্দাবলী বলবে: اٰمِيْنَ وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net